AKASHVANI(AIR)
RNU: KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date 25-06 2026 **Time: 7.50 PM**

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১) কলকাতার তারাতলায় নির্মীয়মান গোডাউনের শেড ভেঙে বিপর্যয়ের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১। আহত আরও ১৯ জনের এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসা চলেছে।

দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকার উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৫ জনকে।

২) এই ঘটনায় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর শোক প্রকাশ। রাজ্য সরকার ও প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে হতাহতদের আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

৩) পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বিভিন্ন দফতরে হওয়া অনিয়ম, দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার খতিয়ান প্রকাশ্যে আনতে প্রতিটি দফতরের শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে বলে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত আজ বিধানসভায় জানিয়েছেন।

৪) স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চারের ফলে কলকাতা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় আজ দুপুরের পর বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিতে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত।

৫) পশ্চিমবঙ্গ সরকার জরুরী অবস্থার সময়কালে সত্যাগ্রহীদের রাজ্য সচিবালয়ে যথাযথ সম্বর্ধনা প্রদান করবে।

কলকাতার তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউনের শেড ভেঙে বিপর্যয়ের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১। মৃতরা হলেন জগদ্দলের ৫৯ বছরের কৃষ্ণ চৌধুরী ও ৪০ বছরের পাপ্পু কুমার রজক, গাজিপুরের বছর ২০র রোহিত চৌধুরী, নদীয়ার কোতোয়ালির ৬০ বছরের চন্দ্রমা চৌধুরী ও ১৭ বছরের রাহুল চৌধূরী, কলকাতার একবালপুরের বছর ৫৪-র আজগার হুসেন ও গার্ডেনরিচের ৪৪ বছরের হাসান ইমাম, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তীর ১৭ বছরের সাহিল সরকার ও রাণীগঞ্জের ৪৪ বছরের নবীন সিং। এছাড়া ঝাড়াখন্ডের ধানবাদের গণেশ কালান্দি ও বিহারের মুঙ্গেরের ১৭ বছরের ঘি কুমার-ও এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। আহতের সংখ্যা ১৯। এসএসকেএম হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলেছে।

এদিকে, গতকাল দুপুরে এই দুর্ঘটনার পর যুদ্ধাকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চললেও আজ দুপুরের ঝড় বৃষ্টিতে তা ব্যাহত হয়। বজ্রপাতের জন্য দীর্ঘক্ষণ হাইড্রলিক ক্রেন ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। এখনও বেশ কয়েকজন শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা।

ঐ গুদামে কতজন কাজ করছিলেন, পুলিশ তার কোনো সঠিক হিসাব এখনও পায়নি।

দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকার উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রাজেশ পান্ডে এই কমিটির নেতৃত্ব দেবেন। এছাড়াও আছেন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব খলিল আহমেদ, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রাজেশ কুমার সিনহা, কলকাতা পুলিশ

কমিশনার অজয় নন্দা, পুর প্রশাসক স্মিতা পান্ডে সহ আরও ১১ জন। কমিটি সাত দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করবে।

এদিকে, তারাতলার ঘটনায় পুলিশ গতকালই স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে। মোট পাঁচ জনের নাম ছিল এফআইআর-এ। তাদের মধ্যে প্রধান ঠিকাদার আসগর হুসেনের মরদেহ আজ সকালে উদ্ধার করা হয়। এছাড়া আরও পাঁচ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে আছে অয়ন ট্রেডার্সের বিল্ডিং সুপারভাইজার মহম্মদ গুলজ়ার। এরা গুদামের ছাদ তৈরি করছিল। এ ছাড়া, কলকাতা বন্দরের ওই জমি লিজ় নিয়ে যে সংস্থা সেখানে গুদাম তৈরি করছিল, সেই বেহেরা ব্রাদার্সের মালিক শম্ভুনাথ বেহরাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। সংস্থার অন্যতম অংশীদার তার স্ত্রীর খোঁজেও তল্লাশি চলেছে। এছাড়া লোহার কাঠামো প্রস্তুতকারক কমল সামন্ত, শ্রমিক সরবরাহকারী দিবাকর ভান্ডারী এবং কলকাতা পুরসভার নকশা অনুমোদনের দালাল আব্দুল হামিদকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তারাতলার ঘটনায় বিধানসভায় আজ বিবৃতি দেন। তিনি মৃতদের পরিবারপিছু ১০ লক্ষ এবং আহত প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করেন।

বাইট

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কলকাতা পুর বোর্ডকে দায়ী ক'রে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, সংশ্লিষ্ট ভবনের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে গুরুতর অনিয়ম হয়েছে। তাঁর দাবি, কাঠামোগত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সই-সহ বিভিন্ন নথির উল্লেখ করে তিনি বলেন, পুরো বিষয়টির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট সরকারের হাতে এসেছে। সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং

আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। আগের সরকার এরকম বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে উদ্ধারকাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কোনও অত্যাধুনিক ব্যবস্থা নেয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণাণ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দু৪ঘটনায় শোক প্রকাশ কররেছেন। ‘প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল’ থেকে মৃতদের নিকটাত্মীয়দের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছেন শ্রী মোদী।

তারাতলায় নির্মীয়মান গুদাম ভেঙে পড়ার ঘটনায় সরকার হতাহতদের পাশে দাঁড়াবে বলে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি আজ বারাসাতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের বলেন, এই নির্মাণ কাজে যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তাদেরও আজ গ্রেপ্তার করা হবে।

বাইট

পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বিভিন্ন দফতরে হওয়া অনিয়ম, দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার খতিয়ান প্রকাশ্যে আনতে আগামী দিনে প্রতিটি দফতরের শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে। বিধানসভায় আজ রাজ্য বাজেটের ওপর দুদিনের আলোচনা শেষে জবাবি ভাষণে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এ কথা জানান। তিনি বলেন, শুধু রাজনৈতিক অভিযোগ নয়, প্রতিটি দফতরই নথি-সহ জানাবে কোথায় কী অনিয়ম এবং তার জেরে রাজ্যের কী ক্ষতি হয়েছে।

বাইট

বাজেট নিয়ে আলোচনার জবাবী ভাষণে অর্থমন্ত্রী নতুন কিছু প্রকল্পের কথাও জানান। আমাদের প্রতিনিদি জানাচ্ছেন –

ভয়েসকাস্ট

দুদিনে ৭০ এর বেশি বিধায়ক বাজেট বিতর্কে অংশ নেন। আলোচনার শেষে ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরের বাকি আট মাসের বাজেট প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত হয়।

স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চারের ফলে আজ দুপুরের পর দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিতে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়। কলকাতা, দুই চব্বিশ পরগনা, হুগলি, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা থেকে প্রবল বৃষ্টির খবর মিলেছে। সঙ্গে ছিল মুহুর্মুহু বজ্রপাত। একটি প্রতিবেদন –

ভয়েসকাস্ট

উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সুরক্ষায় আজ মন্দারমনিতে ভারতীয় নৌবাহিনী এবং উপকূল রক্ষী বাহিনীর তরফে বিশেষ কমিউনিটি সংযোগ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ওই কর্মসূচিতে নৌবাহিনী তরফে দুর্যোগ, ঝড় বা খারাপ আবহাওয়ায় সমুদ্রে কীভাবে নিজেদের জীবন রক্ষা করা যায়, সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাঁদেরকে সমুদ্রের কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ বা অনুপ্রবেশের বিষয়ে সতর্ক ও অবহিত করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন, সমুদ্র নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্য এধরনের কর্মসূচি বছরভর চলতে থাকে বলে উপকূল রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা জানিয়েছেন। কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির

সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ন জানা উপকূল রক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের এবং স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সংবর্ধনা দেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার জরুরি অবস্থার সময়ের সত্যাগ্রহীদের রাজ্য সচিবালয়ে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা প্রদান করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ ঘোষণা করেন। ভারতীয় জনতা পার্টির আয়োজনে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় রথীন্দ্র মঞ্চে "গণতন্ত্র হত্যা দিবস" উদযাপনকালে আজ এই ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি বাম আমলের অত্যাচার দেখেছেন এবং সাম্প্রতিককালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে রাজ্যের জনগণ একটি স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য তাঁর আলোচনায় গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সে সময়, জয়প্রকাশ নারায়ণ, জর্জ ফার্নান্ডেজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অবদানের কথা মনে করিয়ে দেন।

প্রবীণ প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী, অদ্বৈত চরণ দত্ত, প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালের আজকের দিনেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ জরুরি অবস্থা জরি করেছিলেন। একুশ মাসব্যাপী জরুরি অবস্থায় নাগরিক অধিকারসহ গণতন্ত্রের ওপর চরম আঘাত এসেছিল। গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের দাবিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার মানুষ কে বন্দি করা হয়েছিল।

---------- ----------